নিদর্শ - ৭

[নিয়ম -১৩(২) ও -২৬ দ্রষ্টব্য]

নির্বাচক তালিকায় নামের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে আপত্তি জানানোর অথবা তালিকা থেকে নাম বাতিলের জন্য আবেদনপত্র

.... বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের

নির্বাচক নিবন্ধন অধিকারিক সমীপে

মহাশয়/ মহাশয়া,

@ আমি উপরোক্ত নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় নিম্নলিখিত ব্যক্তির নামের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবের প্রতি আপত্তি জানাচ্ছি। আমার আপত্তির সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নীচে দেওয়া হল:

অথবা

@ আমি উপরোক্ত বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় * আমার/ *নিম্নোক্ত ব্যক্তির নাম নিম্নলিখিত কারণে বাতিল করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি:

১। @ যাঁর নামের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আপত্তি তাঁর বৃত্তান্ত:	নাম		পদবি (থাকলে)
@ যাঁর নাম বাতিল করতে হবে তাঁর বৃত্তান্ত:	নির্বাচক তালিকায় যে-অংশে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:	উক্ত অংশে নামের ক্রমিক নং:	নির্বাচকের সচিত্র-পরিচয়পত্র থাকলে তার নং:
২। # আপত্তিকারীর বৃত্তান্ত:	নাম		পদবি (থাকলে)
$ লিঙ্গ (পুং/স্ত্রী):	নির্বাচক তালিকার যে-অংশে আপত্তিকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:		উক্ত অংশে নামের ক্রমিক নং:
* পিতার/মাতার/স্বামীর নাম	নাম		পদবি (থাকলে)

৩। @ আপত্তিকারীর / @ যিনি বাতিল চান তাঁর সাধারণ ভাবে বসবাসের স্থানের বিবরণ (পুরো ঠিকানা):

বাড়ির নং:

রাস্তা / এলাকা / পাড়া:

শহর / গ্রাম:

ডাকঘর: পিন কোড:

থানা:

জেলা:

৪। * আপত্তির / * বাতিলের কারণ:

@ প্রথম বিকল্পটি ভোটার তালিকার প্রস্তুতির / সংশোধনের সময়ে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় বিকল্পটি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর ধারাবাহিক সংশোধন (কনটিনিউয়াস আপডেটিং)-এর সময়ে প্রযোজ্য। অপ্রয়োজনীয় বিকল্পটি কেটে দিন।

* অপ্রয়োজনীয় বিকল্পগুলি কেটে দিন।

আবেদনকারীর নিজের নাম বাতিল করার ক্ষেত্রে অংশ-২ পূরণ করার প্রয়োজন নেই।

$ আবেদনকারী পুরুষ বা নারী হিসাবে চিহ্নিত হতে অসম্মত হলে, তিনি তাঁর লিঙ্গ হিসাবে 'অন্যান্য' বলে উল্লেখ করতে পারেন।

৫। ঘোষণা:

আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্য ও বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সর্বাংশে সত্য।

স্থান:

তারিখ: আবেদনকারীর সই বা টিপসই

দ্রষ্টব্য: কোনও ব্যক্তি যদি এমন কোনও বিবৃতি দেন বা ঘোষণা করেন যা মিথ্যা, এবং যা তিনি মিথ্যা বলে জানেন বা বিশ্বাস করেন, অথবা সত্য বলে বিশ্বাস করেন না, তা হলে তিনি ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা-৩১ মতে দণ্ডনীয় হবেন (১৯৫০ সালের ৪৩ নম্বর)।

* অপ্রয়োজনীয় বিকল্পটি কেটে দিন।

গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবরণ
(সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিককে পূরণ করতে হবে)

নির্বাচক তালিকায় শ্রী / শ্রীমতী / কুমারী .... -র/এর নামের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আপত্তি*/ নির্বাচক তালিকা থেকে বাতিলের জন্য * শ্রী / শ্রীমতী / কুমারী ....-র /এর নির্দেশ-৭-এ প্রদত্ত আবেদন গ্রহণ*/ খারিজ* করা হল। [১৮* /২০*/২৬(৪)£ নম্বর নিয়ম মোতাবেক] গ্রহণ অথবা [১৭*/২০*/২৬(৪)£ নম্বর নিয়ম মোতাবেক] *খারিজের যেসব কারণ দর্শানো হয়েছে সেসবের বিশদ বিবরণ:

স্থান: তারিখ:	নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের স্বাক্ষর	(নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের শিলমোহর)

£ নির্বাচক তালিকার চূড়ান্ত প্রকাশের পরে ধারাবাহিক সংশোধন (কনটিনিউয়াস আপডেটিং)-এর সময়ে প্রযোজ্য।

* অপ্রয়োজনীয় বিকল্পগুলি কেটে দিন।

ফিল্ডলেভেল অফিসার (যেমন - বিএলও, ডেজিগনেটেড অফিসার, সুপারভাইজরি অফিসার)-এর মন্তব্য

আবেদনপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার

নির্দশ-৭-এ প্রদত্ত **শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী .... -র/এর আবেদনপত্রটির প্রাপ্তিস্বীকার করা হল।

* * ঠিকানা..

নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের পক্ষে
আবেদনপত্র- গ্রহণকারী আধিকারিকের স্বাক্ষর
(ঠিকানা)..

তারিখ ....

* * আবেদনকারীকে পূরণ করতে হবে।

আবেদন জানানোর জন্য নির্দশ-৭ (ফর্ম-৭) কী ভাবে পূরণ করতে হবে সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা

সাধারণ নির্দেশাবলি

কে নির্দশ-৭ (ফর্ম-৭)-এ আবেদন জানাতে পারেন

১। যে-নির্বাচনক্ষেত্রের ভোটার তালিকায় নাম আছে এমন কোনও ব্যক্তিই কেবল তালিকার যে-অংশে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত আছে সেই অংশে কোনও নামের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে অথবা সেই অংশে ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত কোনও নামের বাতিল চেয়ে আবেদন জানাতে পারেন।

কখন নির্দশ-৭ (ফর্ম-৭)-এ আবেদন জানানো যাবে

১। বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে খসড়া তালিকায় নামের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবে আপত্তি জানানোর জন্য নির্দিষ্টকৃত দিনগুলিতে আবেদন জানানো যাবে। সংশোধনের কর্মসূচি ঘোষিত হলে আবেদনপত্র জমা নেওয়ার দিন-তারিখ জানিয়ে প্রচার চালানো হয়।

২। আবেদনপত্রের কেবল এক কপিই জমা দিতে হবে।

৩। সংশোধনের কর্মসূচি চালু না-থাকলেও সারা বছর ধরেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে নাম বাতিলের জন্য আবেদনপত্র জমা করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে আবেদনপত্রের দু'কপি জমা দিতে হবে।

কোথায় নির্দশ-৭ (ফর্ম-৭)-এ আবেদন জানানো যাবে

১। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে সংশোধন চলাকালীন যে-বিনির্দিষ্ট স্থান (ডেজিগনেটেড লোকেশন)-এ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেই স্থানে (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যা হল একটি ভোটগ্রহণকেন্দ্র) আবেদনপত্র জমা করা যাবে। এ ছাড়াও, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক (ইআরও) এবং সহকারী নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক (এইআরও)-এর কাছে তা জমা করা যাবে।

২। বছরের যে-সময়ে সংশোধনের কর্মসূচি থাকে না, তখন কেবল সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের কাছেই আবেদনপত্র জমা করা যাবে।

কী ভাবে নির্দশ-৭ (ফর্ম-৭) পূরণ করতে হবে

১। যে-বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে খসড়া ভোটার তালিকায় কোনও নামের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবে সেই তালিকায় নাম রয়েছে এমন অপর কোনও ভোটারের আপত্তি রয়েছে, সেই নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের সমীপে আবেদন জানাতে হবে। ফাঁকা জায়গাটিতে নির্বাচনক্ষেত্রের নাম লিখতে হবে।

২। **যাঁর নামের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আপত্তি তাঁর বৃত্তান্ত / যাঁর নাম বাতিল করতে হবে তাঁর বৃত্তান্ত**
বিকল্পদু'টির মধ্যে প্রথমটি খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর ভোটার তালিকার সংশোধনের সময় প্রযোজ্য; অন্য কথায়, খসড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোনও নামের ব্যাপারে আপত্তিটি তালিকার চূড়ান্ত প্রকাশের সময় বিয়োজনের তালিকায় দেখানোর জন্য। দ্বিতীয় বিকল্পটি চূড়ান্ত ভোটার তালিকার প্রকাশের পরে ধারাবাহিক সংশোধন (কনটিনিউয়াস আপডেটিং)-এর সময়ে প্রযোজ্য; অন্য কথায়, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোনও নাম বাতিল করার জন্য (*অনুগ্রহ করে ফর্ম পূরণ করার সময় অপ্রয়োজনীয় বিকল্পটি কেটে দিন*)। যে-ব্যক্তির নামের ব্যাপারে আপত্তি বা নামটি বাতিল করার জন্য দাবি জানানো হয়েছে তাঁর নাম ছাড়াও ভোটার তালিকা-সংক্রান্ত অন্যান্য বৃত্তান্ত, যেমন-ভোটার তালিকার যে-অংশে তাঁর নাম রয়েছে সেই অংশের নং ও সেই অংশে তাঁর নামের ক্রমিক নং এবং তাঁকে ইতিমধ্যেই সচিত্র-ভোটার কার্ড দেওয়া হলে তার নম্বরটিও লিখতে হবে। ভোটার তালিকার সংশ্লিষ্ট অংশেই সেসব বৃত্তান্ত মিলবে। প্রত্যেক নামের পাশে একটি ক্রমিক নম্বর দেওয়া আছে। ভোটার

তালিকার একেবারে উপরে ডানদিক বরাবর উপর দিকে অংশ নং ছাপা হয়। অনুগ্রহ করে ভোটার তালিকায় দেখে নিন কোন ক্রমিক নম্বরে সেই ব্যক্তির যাঁর নামের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আপত্তি আছে, বা যাঁর নাম বাতিল করতে চান, তাঁর নাম রয়েছে। যদি তাঁকে ইতিমধ্যেই তাঁর সচিত্র-ভোটার কার্ড দেওয়া হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কার্ডের নম্বরটি তাঁর নাম বরাবর ছাপা রয়েছে। অনুগ্রহ করে জায়গা মতো কার্ডের পুরো নম্বরটি লিখুন।

ভিন্ন ভিন্ন নামের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আপত্তি জানানোর জন্য বা নামের বাতিল চেয়ে পৃথক পৃথক আবেদনপত্র জমা করতে হবে।

৩। **আপত্তিকারীর বৃত্তান্ত**

এক জন "আপত্তিকারী" তাঁর নিজের নাম যে-বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের যে-অংশে অন্তর্ভুক্ত আছে সেই অংশে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই কেবল ফর্ম-৭-এ আবেদন জানাতে পারেন। আপত্তিকারীকে আবেদনপত্রের অংশ-২-এ জায়গামতো তাঁর নিজের নাম ও পদবি, সম্পর্কিত ব্যক্তি (পিতা/মাতা/স্বামী)-র নাম, লিঙ্গ, ভোটার তালিকার অংশ-নং এবং সেই অংশে নামের ক্রমিক নং লিখতে হবে।

আপত্তিকারীকে আবেদনপত্রের অংশ-৩-এ জায়গামতো তাঁর পুরো ঠিকানাটি লিখতে হবে।

৪। **আপত্তি/বাতিলের কারণ বা কারণগুলি**

আপত্তিকারীকে আবেদনপত্রের অংশ-৪-এ অবশ্যই তাঁর আপত্তির সুনির্দিষ্ট কারণটি বা কারণগুলি, অর্থাৎ কেন তাঁর মতে সেই অংশে যে-ব্যক্তির নামের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে আপত্তি জানানো হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম যথার্থই - উদাহরণস্বরূপ, মারা গেছেন, স্থানান্তরিত হয়েছেন, নথিবদ্ধ ঠিকানায় সাধারণ ভাবে বসবাস করেন না, ইত্যাদি কারণে - অন্তর্ভুক্তির অযোগ্য। আপত্তিকরীর উপরেই নাম-বাতিলের দাবির যথার্থতা প্রমাণ করার দায় বর্তায়।

৫। **ঘোষণা**

আবাদনকারীকে আবেদনপত্রের অংশ-৫-এ অবশ্যই এই মর্মে ঘোষণা করতে হবে যে, উল্লিখিত তথ্য ও বিবরণ তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সর্বাংশে সত্য। অনুগ্রহ করে যে-তারিখ থেকে আপনি বর্তমান ঠিকানায় বসবাস করছেন সেই তারিখটি উল্লেখ করুন। মিথ্যা বিবৃতি দিলে ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা-৩১ মতে দণ্ডনীয় হবেন।